এলজিইডি নিউজলেটার

এলজিইডির একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা ।। সংখ্যা ১২৪ : জানুয়ারি-মার্চ ২০১৭ ।। রেজি নং-২৪-৮৭

উন্নয়ন মেলা ২০১৭: এলজিইডির অংশগ্রহণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম প্রান্তিক পর্যায়ে জনগণের সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যে দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় ০৯-১১ জানুয়ারি ২০১৭ উন্নয়ন মেলার আয়োজন করা হয়। ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসকে সামনে রেখে এখন থেকে প্রতি বছর এ উন্নয়ন মেলা অনুষ্ঠিত হবে।

এ মেলা উপলক্ষে দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় এলজিইডির সাফল্য যথাযথভাবে তুলে ধরতে ব্যাপক পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়। এর অংশ হিসেবে ২০০৯-২০১৬ মেয়াদে এলজিইডি বাস্তবায়িত কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ তথ্যপুস্তিকার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। দেশব্যাপী জেলা ও উপজেলাভিত্তিক এরূপ ৫৫০টি তথ্যপুস্তিকা প্রকাশ করা হয়।

উন্নয়ন মেলায় এলজিইডি স্থাপিত স্টল

একইসঙ্গে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পল্লী উন্নয়ন ভাবনা, এলজিইডির অগ্রযাত্রা ও সাফল্য, সরকারের কার্যক্রম নিয়ে স্টল ডিজাইন করা হয়। এ উপলক্ষে 'এলজিইডির মিশন ২০২১ সালের ভিশন' নামে একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করা হয় এবং তা সকল জেলা-উপজেলা স্টলে প্রদর্শিত হয়। তথ্য ও ছবি সম্বলিত এলজিইডির স্টলসমূহ ব্যাপক সংখ্যাক দর্শকের কাছে প্রশংসিত হয়। এ উন্নয়ন মেলার মাধ্যমে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিগত ৮ বছরে এলজিইডির উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফরিদপুরে সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ মাঠে বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন

আমরা উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গড়তে চাই

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ফেব্রুয়ারি ও মার্চ ২০১৭ এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জনগুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক কাজ উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এসব উন্নয়ন কার্যক্রমের মধ্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের উল্লেখ্যযোগ্য সংখ্যক কাজ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বগুড়া, মাগুরা ও ফরিদপুরে এসব কাজ উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলার সান্তাহার স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত জনসভায় তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে মানুষ কিছু পায়, তাদের জীবনের উন্নতি হয়। প্রধানমন্ত্রী দারিদ্র্য হ্রাস, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ উন্নয়ন কার্যক্রম এগিয়ে নিতে আগামীতেও আওয়ামী লীগকে নির্বাচিত করার আহবান জানান। তিনি বগুড়ায় দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সোলার বিদ্যুৎ সুবিধা সম্পন্ন ২৫ হাজার টন ধারণ ক্ষমতার বহুতল খাদ্য গুদাম, মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স, সড়ক, সেতুসহ বিভিন্ন সংস্থার ৯টি কাজের উদ্বোধন ও ৭টি কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। উদ্বোধন করা কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত শিবগঞ্জ উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন এবং নন্দীগ্রাম উপজেলা পরিষদের সম্প্রসারিত প্রশাসনিক ভবন ও হলরুম। এছাড়া সোনাতলা উপজেলা পরিষদের সম্প্রসারিত প্রশাসনিক ভবন ও হলরুম নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।

এ দিকে গত ২১ মার্চ ২০১৭ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাগুরায় ২৮টি উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন এবং ৯টি কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এসবের মধ্যে মাগুরা সদর উপজেলাধীন মঘী ইউনিয়ন অফিস্ থেকে রাঘবদাইড় সড়কে ফটকি নদীর ওপর ১০০ মিটার দীর্ঘ সেতু ও কাটাখালী জিসি হতে ইছাখাদা আরএইচডি পর্যন্ত ৯.৭১ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করেছে এলজিইডি। এছাড়া যে সব প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় তার মধ্যে এলজিইডির প্রকল্পগুলো হচ্ছে শালিখা উপজেলার বুনাগাতি-বেরইল পলিতা সড়কে ফটকি নদীর ওপর ৯৬ মিটার সেতু নির্মাণ, বরইচারা আটিভিটা-বরইচারা বাজার সড়কে ফটকি নদীর ওপর ৬৬ মিটার সেতু নির্মাণ এবং চিত্রা নদীর ওপর ৯৬ মিটার সেতু নির্মাণ।

এরপর পৃষ্ঠা ০২

সম্পাদকীয়

এলজিইডি'তে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপিত
নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় এলজিইডি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

এলজিইডি প্রতিবারের মতো এবারও ৮ মার্চ ২০১৭ যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করেছে। নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় এটি একটি বিশেষ দিন। বাংলাদেশের বাস্তবতায় নারী উন্নয়ন জাতীয় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়। বর্তমান সরকার নারীর ক্ষমতায়নে বহুমূখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও এদেশের নারীরা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখে চলেছে। প্রকৃতপক্ষে নারীর উন্নয়ন ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়।

এলজিইডি ১৯৮৫ সাল থেকে নারীর উন্নয়নে বিশেষত দুঃস্থ নারীদের সম্পৃক্ত করে তাদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। এলজিইডি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে গ্রামীণ ও শহরের দুঃস্থ নারীদের কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে হাজার হাজার নারীর সম্পদে মালিকানা সৃষ্টি হয়েছে। এলজিইডি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীর অন্তর্নিহিত শক্তি বিকশিত করে তাদের দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করছে এলজিইডি।

এলজিইডি বিশ্বাস করে অর্থনৈতিক কর্মকা- নারীকে সম্পৃক্ত করা গেলে তা নারীর সার্বিক ক্ষমতায়নের পথকে সহজ করবে। বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে এলজিইডি এ লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। গত অর্থবছরে এলজিইডি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদে ৪ লক্ষাধিক নারীর কর্মসংস্থান করেছে। আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে প্রায় ৩০ হাজার নারীর। বিভিন্ন কমিটিতে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করেছে প্রায় ১০ হাজার নারীর, যেখানে নেতৃত্বের সুযোগ পেয়েছেন প্রায় ৭ হাজার নারী। পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ ও বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোতে নারীরা সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে এবং নেতৃত্ব বিকশিত হচ্ছে।

এলজিইডির সার্বিক কার্যক্রমের ফলে আজ গ্রাম ও শহরের দুঃস্থ নারীদের এক বিশাল অংশ দারিদ্র্যের কষাঘাত থেকে মুক্তি পেয়েছে। পরিবার ও সমাজে তারা হয়েছে আত্মনির্ভরশীল, যা অধিকার ও মর্যাদায় তাদের অনেকটাই এগিয়ে দিয়েছে। এসব নারীরাই আমাদের প্রেরণা ও এগিয়ে যাওয়ার শক্তি। নারীর সৃজনীশক্তি, নিষ্ঠা ও অভিষ্ঠ্য লক্ষ্যে পৌঁছার যে দৃঢ় সংকল্প তা সামান্য সহযোগিতা পেলে মহীরূহ হয়ে বিকশিত হতে পারে। এলজিইডি ইতিমধ্যে তার নজীর স্থাপন করেছে।

এলজিইডির সহযোগিতায় গ্রাম ও শহর এলাকায় অনেক নারী আত্মনির্ভরশীল হয়েছে। পল্লী, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন, এমন তিনজন করে মোট নয়জন নারীকে ২০১০ সাল থেকে এলজিইডি আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে সম্মাননা দিয়ে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় এবারেও পল্লী, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টরে মোট দশজন আত্মনির্ভরশীল নারীকে সম্মাননা দেওয়া হয়েছে। এসব সৃজনশীল, গুণী ও উদ্যোমী নারীদের সাফল্যের স্বীকৃতি দিতে পেরে এলজিইডি গর্বিত।

এলজিইডি বিশ্বাস করে, এসব আত্মনির্ভরশীল নারীরা আমাদের সমাজ পরিবর্তনের প্রতিভূ, উজ্জ্বল নক্ষত্র ও শেরপা। আমাদের বিশ্বাস নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নের শক্তিশালী ভিত নির্মাণ সম্ভব। নারীর এ অগ্রযাত্রায় এলজিইডির প্রয়াস অব্যহত থাকবে।

উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গড়তে চাই

১ম পৃষ্ঠার পর

একইসঙ্গে তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে (২য় পর্যায়) আওতায় মাগুরা পৌরসভায় বাস্তবায়িত কয়েকটি কাজও উদ্বোধন করেন। মাগুরায় মুক্তিযোদ্ধা আসাদুজ্জামান স্টেডিয়ামে জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক জনসভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমরা উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গড়তে চাই। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ অনুসরণ করে এ দেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে আমি যেকোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। শেখ হাসিনা বলেন, বাবার মতো হাসিমুখে বুকের রক্ত দিয়ে দেশবাসীর সেবা করবো। ১৫ আগস্ট স্বজন হারানোর বর্ণনা দিতে গিয়ে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে তিনি বলেন, শোক ব্যথা বুকে নিয়ে সব কষ্ট সহ্য করে দেশে ফিরেছি আপনাদের সেবা করার জন্য। জাতির জনক এ দেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত করতে চেয়েছিলেন, সেই লক্ষ্য নিয়েই কাজ করছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ফরিদপুরে প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ৩১টি উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। গত ২৯ মার্চ ২০১৭ স্থানীয় সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ মাঠে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ফলক উন্মোচনের মধ্য দিয়ে ১৯টি উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন এবং ১২টি উন্নয়ন কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। এ সময় আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য ও সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, এমপি, বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, এমপি, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, এমপি, এলজিআরডি ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি, নৌপরিবহন মন্ত্রী শাজাহান খান, এমপি, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, এমপি-সহ সংসদ সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। এ গুলোর মধ্যে এলজিইডির উন্নয়ন কাজগুলো হলো সদর উপজেলাধীন চর কমলাপুর খেয়াঘাট থেকে বিলমামুদপুর স্কুল সড়কে কুমার নদের ওপর নির্মিত ৯৬ মিটার আরসিসি সেতু, ভাংগা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন এবং সদর উপজেলা থেকে বাখুন্ডা জিসি হয়ে রসুলপুর ভায়া চর নিখুরদি সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন।

সিলেট অঞ্চলে এলজিইডির ২৫টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে

সিলেট অঞ্চলের চলমান উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী

চলতি অর্থবছরে সিলেট বিভাগের ৪ জেলায় বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে এলজিইডি। গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ সিলেট বিভাগের চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমের ওপর দিনব্যাপী কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী। এ কর্মশালায় প্রায় ৩৫০ জন কর্মকর্তা অংশ নেন।

প্রধান প্রকৌশলী বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির শতভাগ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সকলকে নির্দেশনা দেন। কাজের গুণগত মান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে তাগিদ দেন। তিনি উল্লেখ করেন, জনগণের দুর্ভোগ লাঘবে শুষ্ক মৌসুমেই হাওর অঞ্চলসহ সিলেট অঞ্চলের সকল সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। তিনি আরও জানান, এলজিইডির আওতায় সরকারি অর্থায়ন ছাড়াও বিশ্বব্যাংক, এডিবি, জাইকা, ইফাদ ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অর্থায়নে সিলেট অঞ্চলে গ্রামীণ, নগর ও পানি সম্পদ উন্নয়নে প্রায় ২৫টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রধান প্রকৌশলী বলেন, উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নে অনিয়মের সুযোগ নেই। কাজের গুণগত মান রক্ষায় এলজিইডি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত অগ্রাধিকারভিত্তিক কার্যক্রমগুলো দ্রুত সম্পন্ন করার ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলেছে

স্যান্ড ড্রেইন টেকনিক ও নির্মিত নতুন সড়ক

এলজিইডি বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলায় রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক নির্মাণ করছে। ইতোমধ্যে এ সড়কের সব সেতু ও ডাবল লেন সড়ক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী সড়কের দু'পাশে ধীর গতির যানবাহন চলাচলের উপযোগী লেনসহ আরও ৪ লেইন সড়ক নির্মাণ করা হবে।

সড়কটির এলাইনমেন্ট সামুদ্রিক জোয়ারভাটার নরম পলি মাটি দিয়ে গঠিত হওয়ায় এর নির্মাণ কাজ ছিল একটি প্রকৌশলগত চ্যালেঞ্জ। এখানে মাটির এসপিটি মান ৫ মিটার গভীর পর্যন্ত ১-২, লিকুইড লিমিট ৩৫-৩৬ এবং প্লাস্টিক লিমিট ২৭-২৮। এ ধরনের মাটির কনসলিডেশন খুবই সময়সাপেক্ষ এবং এর ভারবহন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা দুরূহ কাজ। এ প্রকল্পের মূল চ্যালেঞ্জ ছিল মাটির ভারবহন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে দুইবছরের মধ্যে সড়কটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা। এ প্রেক্ষিতে এলজিইডির ডিজাইন ইউনিট বিভিন্ন সয়েল ইমপ্রুভমেন্ট টেকনিক পর্যালোচনা করে ভার্টিকাল স্যান্ড ড্রেইন মেথডের মাধ্যমে মাটির ভার বহন ক্ষমতা বাড়িয়ে সড়ক নির্মাণের ডিজাইন প্রস্তুত করে। এপদ্ধতিতে মাটির অভ্যন্তরে অবস্থিত পানি স্যান্ড ড্রেইনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে। ফলে মৃত্তিকা কণার মধ্যকার শূণ্যস্থান (ভয়েড) সংকুচিত হয়ে মাটির ভারবহন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সড়কে মোট এক লক্ষ বাইশ হাজার (প্রতিটি ২৫০ মিলিমিটার ব্যাস, ৫ মিটার গভীর এবং ১ মিটার স্পেসিং) ভার্টিকাল স্যান্ড ড্রেইন স্থাপন করা হয়। সুষ্ঠু প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রায় নয় মাসের মধ্যে সকল স্যান্ড ড্রেইনের কাজ শেষ করে সড়ক বাঁধ নির্মাণ করা হয়। সড়কের সাবগ্রেড এর কাজ সম্পন্ন করার পর ওয়েটমিক্স ম্যাকাডামের মাধ্যমে বেসকোর্স তৈরি এবং দুই লেনে কার্পেটিং কাজের পর সড়কটি যানচলাচলের জন্য খুলে দেয়া হয়েছে।

বর্তমানে ধীর গতির যানবাহন চলাচলের জন্য পৃথক ২ লেনসহ ৪ লেনের সড়ক নির্মাণের জন্য দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি উপকূলীয় অঞ্চলে নরম মাটির বাঁধ সম্পন্ন রাস্তায় ভারী যানবাহন চলাচল উপযোগী সড়ক নির্মাণে এলজিইডির সাফল্য হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

এমডিএসপি: বিশ্বব্যাংকের বাস্তবায়ন সহায়ক মিশন সম্পন্ন

বহুমূখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র প্রকল্প (এমডিএসপি)'র চলমান কার্যক্রমের অগ্রগতি দেখতে বিশ্বব্যাংকের একটি মিশন সম্প্রতি বাংলাদেশ সফর করে। ১২ সদস্য বিশিষ্ট এ মিশনে নেতৃত্ব দেন টাস্ক টিম লিডার আনা ও'ডোনেল। প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনের অগ্রগতিতে মিশন সন্তোষ প্রকাশ করে। গত ২৬-৩০ মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত পরিচালিত মিশন একইসঙ্গে প্রকল্পের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সন্তোষ প্রকাশ করে। স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব আবদুল মালেক, এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী ও প্রকল্প পরিচালক মোঃ আব্দুর রশীদ খানসহ প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মিশন বৈঠকে মিলিত হয়। মাল্টিপারপাস ডিজাস্টার শেল্টার প্রজেক্ট-এমডিএসপি'র আওতায় বরিশাল, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, চট্টগ্রাম, ভোলা, কক্সবাজার, ফেনী, লক্ষ্মীপুর ও নোয়াখালীতে বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া ইতোপূর্বে নির্মিত ৪৫০টি আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত করা হবে। ২০১৫ সালে শুরু হওয়া প্রকল্পটি আগামী ২০২১ এ সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

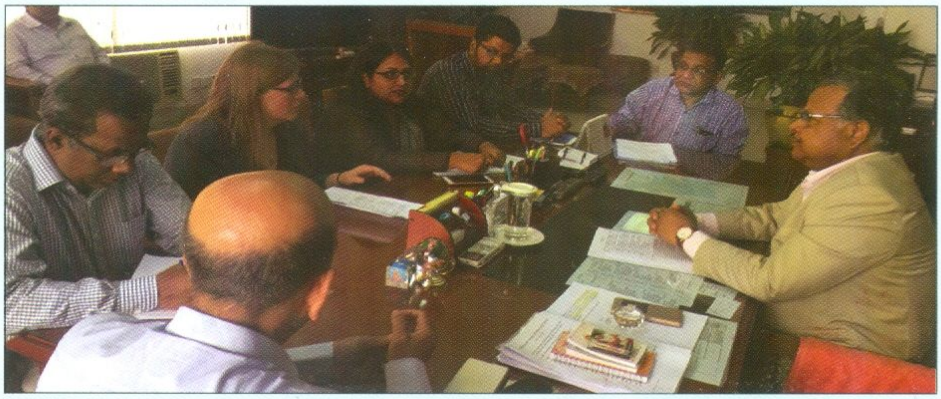

বহুমূখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র প্রকল্পের অগ্রগতি দেখতে আগত বিশ্বব্যাংক মিশনের টাস্ক টিম লিডার আনা ও'ডোনেল-এর নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল এলজিইডির সদর দপ্তরে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারীর সঙ্গে সাক্ষাত করেন

আরটিআইপি-২: বিশ্বব্যাংকের মিশন সম্পন্ন

সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২) এর ওপর বিশ্বব্যাংকের নবম বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা সহায়ক মিশন সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিতে মিশন সন্তোষ প্রকাশ করে। মিশন উল্লেখ করে যে, আরটিআইপি-২ মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্য অর্জনের দিকে এগিয়ে চলেছে। গত ২৯ ডিসেম্বর ২০১৬ থেকে ৮ জানুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত এ মিশন অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচ সদস্যের এ মিশনে নেতৃত্ব দেন বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র ট্রান্সপোর্ট স্পেশালিস্ট ও টাস্ক টিম লিডার ফরহাদ আহমেদ। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, সামাজিক ও পরিবেশগত সুরক্ষা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারি অর্থায়নের ক্ষেত্রে মিশন সন্তোষ প্রকাশ করে। সার্বিক মূল্যায়নে দেখা গেছে, প্রকল্পের সবগুলো অগ্রগতি সূচক উর্ধ্বমুখী। মিশন চুক্তি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ইউনিয়ন ও উপজেলা সড়ক উন্নয়ন কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য একটি কৌশল অনুসরণের সুপারিশ করে। মিশন সদস্যবৃন্দ স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব আবদুল মালেক এবং এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারীর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। বিশ্বব্যাংকের সহায়তাপুষ্ট সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২) এলজিইডির অন্যতম বৃহৎ প্রকল্প। ডিসেম্বর ২০১২ সালে শুরু হওয়া প্রকল্পটি জুন ২০১৮ তে শেষ হবে।

আরটিআইপি-২-এর কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে বিশ্বব্যাংক মিশনকে অবহিত করা হচ্ছে

নতুন প্রকল্পের জন্য এলজিইডিতে ইফাদ মিশন

ব্রহ্মপুত্র নদ ও তিস্তা নদীসংলগ্ন বন্যাপ্রবণ উপজেলাসমূহে বসবাসকারী অতিদরিদ্র জনগণের জন্য টেকসই জীবিকা নিশ্চিত করতে উত্তরাঞ্চলের ৬ জেলার ২৫টি উপজেলায় এলজিইডি ও জাতিসংঘের ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট (ইফাদ) এর যৌথ উদ্যোগে জলবায়ু সহনীয় কমিউনিটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ইফাদের সহায়তায় বাস্তবায়িত প্রকল্পের সফলতার ধারাবাহিকতায় এ প্রকল্প হাতে নেওয়া হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় অতিদরিদ্র জনগণকে সম্পৃক্ত করে দীর্ঘমেয়াদী টেকসই জীবিকা নিশ্চিত করতে জলবায়ু সহনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা হবে। এ লক্ষ্যে ৬-২৯ মার্চ ২০১৭ ইফাদের একটি মিশন পরিচালিত হয়। ১১ সদস্য বিশিষ্ট এ মিশনে নেতৃত্ব দেন দেওয়ান এ.এইচ আলমগীর। মিশন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব সুলতানা আফরোজ ও এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারীসহ এলজিইডির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মিশন প্রকল্পের চাহিদা মূল্যায়নের জন্য রংপুর ও কুড়িগ্রামের ৮টি উপজেলার ২৪টি গ্রামীণ মার্কেট ও সংযোগ সড়ক পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় করে। মিশন গ্রামীণ অর্থনীতি বিকাশ ও টেকসই জীবন-জীবিকার জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া দরকার তারও চাহিদা মূল্যায়ন করে। জামালপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, রংপুর, নিলফামারী এবং লালমনিরহাট জেলার ২৫ টি উপজেলার ২৩১ ইউনিয়নে এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। আগামী এপ্রিল ২০১৮ থেকে ছয় বছর মেয়াদী এ প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হবে। প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ৭৩৬.৭০ কোটি টাকা। প্রকল্পের আওতায় ৭৫ কিলোমিটার ইউনিয়ন সড়ক, ৩৪৫ কিলোমিটার পল্লী সড়ক, ১৫টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র, ২৫টি বড় ও ১৫০টি ছোট মার্কেট তৈরি করা হবে। লেবার কন্ট্রাক্টিং সোসাইটির মাধ্যমে ৮,৫০০ নারী শ্রমিক কাজের সুযোগ পাবে এবং ৩৭,৫০০ জন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ পাবে।

ইউজিআইআইপি-৩ ভুক্ত পৌরসভায় এগিয়ে চলেছে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ

পৌরসভাসমূহে নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এলজিইডি ও পৌরসভার যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-৩) এর আওতায় সড়ক, ড্রেন, কালভার্ট, সড়কবাতি উন্নয়নের কাজ এগিয়ে চলেছে। এর ফলে প্রকল্পভুক্ত ৩১টি পৌরসভায় নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নবনির্মিত এ অবকাঠামোগুলো জনজীবনে নতুন গতি এনেছে। এলজিইডির ইউজিআইআইপি-৩ প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহে নানামূখী ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সহায়তা দিচ্ছে। এর আওতায় ৩১টি পৌরসভায় প্রথম পর্যায়ে ৪২৬.১৮ কিলোমিটার সড়ক, ১০০.৮০ কিলোমিটার ড্রেন ও ১৮১টি সড়কবাতি উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এসব অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে পৌরবাসী স্বাচ্ছন্দে চলাচল করতে পারছে। তাদের কর্মচাঞ্চল্য ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে। সরেজমিন ঘুরে দেখা যায়, নবনির্মিত ও পুনর্নির্মিত সড়কগুলোয় যানবাহন চলাচলে ভোগান্তির অবসান হয়েছে। নগরবাসী এখন তুলনামূলক কম সময়ে ও ঝুঁকিমুক্ত সড়কে চলাচল করতে পারছে। সড়ক উন্নয়নের ফলে পরিবহন মালিকদের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কমেছে। এছাড়াও, আগে সড়কের মাঝে আবর্জনার স্তুপ পড়ে থাকত। ফলে দুর্গন্ধে সড়কে চলাচল করা অস্বস্তিকর ছিল। বর্তমানে সে অবস্থার উন্নতি ঘটেছে। পৌরসভার পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা নিয়মিত আবর্জনা সরিয়ে ফেলছে। প্রকল্পের সহায়তায় নির্মিত ড্রেনগুলোতে পানির প্রবাহ দেখা গেছে। রাতে পৌর এলাকায় সড়ক বাতির আলোয় নগরবাসীর চলাচল নির্বিঘ্ন হয়েছে। ইভটিজিং ও ছিনতাইয়ের মতো অপরাধ কমে আসছে। প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ জানান, প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার দ্বিতীয় পর্যায়ে অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে। এ পর্যায়ে ৮৫৬.৮১ কিলোমিটার সড়ক ও ২৭১.৮৫ কিলোমিটার ড্রেন উন্নয়ন করা হবে।

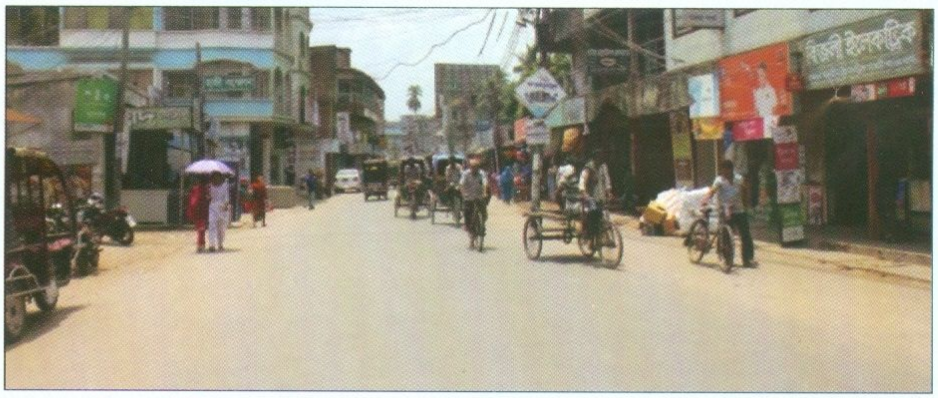

ইউজিআইআইপি-৩ এর অর্থায়নে মাগুরা পৌরসভায় সড়ক উন্নয়নের ফলে নাগরিক সুবিধা বেড়েছে

পাবসসের সাফল্য: দিলরুবার দিনবদলের গল্প

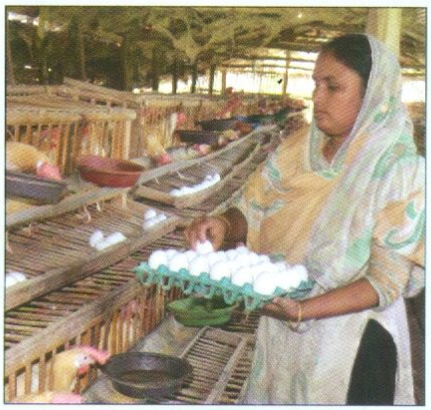

দিলরুবার খামার

কক্সবাজারের রামু উপজেলার জোয়ারিয়া নালার নাদেরপাড়া গ্রামের দিলরুবা খানম প্রমাণ করেছেন ইচ্ছাশক্তি আর পরিশ্রম সহজেই ঘুরিয়ে দিতে পারে ভাগ্যের চাকা। ৩২ বছর বয়সী তিন সন্তানের মা দিলরুবা খানম ২০০৫ সালে সোনাইছড়ি খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) লিমিটেডের সদস্য হন। উদ্দেশ্য ছিল এলজিইডির আওতাধীন অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ প্রকল্পের সোনাইছড়ি খালে স্থাপিত রাবার ড্যাম থেকে তার কৃষি জমিতে সেচ সুবিধা নেয়া। দুই কানি জমিতে সেচ সুবিধা নিয়ে তিনি ফসল ঘরে তুলছেন। রাবার ড্যামটি এলাকায় বোরো ধান ও শীতকালীন শাকসব্জি চাষে সেচের সুব্যবস্থা করেছে। দিলরুবা খানম ২০০৫ সালে ৪০টি মুরগীর একটি ছোট খামার গড়ে তোলেন। পরে প্রশিক্ষণ নিয়ে একহাজার মুরগীর খামার গড়েন। ২০০৯ সালে স্বামী শেখ আহমেদ ও দিলরুবা যৌথভাবে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা ঋণ নেন। এ সময়ে তারা খামারটিকে আর একটু বড় করে চার হাজার ডিমপাড়া (লেয়ার) মুরগী রাখেন। গত নভেম্বর ২০১৬ তাঁর মুরগীর খামারে গিয়ে দেখা যায় তিনি নিজ হাতে এসব মুরগীর যত্ন ও দেখাশোনা করছেন। আত্মবিশ্বাসী দিলরুবা জানান, তিনি চার হাজার মুরগীর ডিম বিক্রি করে প্রতিদিন গড়ে প্রায় কুড়ি হাজার টাকা আয় করছেন। এ থেকে তিনি সমবায় সমিতি থেকে নেয়া ঋণ পরিশোধ করে ১১ শতাংশ জমি ক্রয় করেছেন। তার স্বপ্ন এই নতুন জমিতে তিনি আরো একটি মুরগীর খামার তৈরি করবেন। দিলরুবা তিন সন্তানের মা। এক মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন আর এক মেয়ে ও এক ছেলে পড়াশুনা করছে। স্বামী কাঠ ও আসবাবপত্র ব্যবসায়ী। এলজিইডির অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ সেক্টর প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক শেখ মোহাঃ নূরুল ইসলাম জানান এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে উপপ্রকল্প এলাকায় জনগণের দারিদ্র্য হ্রাস করা। কাজেই দিলরুবার সাফল্য প্রকল্পেরই সাফল্য। সেচ সুবিধার ফলে গ্রামবাসীর জীবনমান বদলে গেছে। দিলরুবার গ্রাম নাদেরপাড়া এখন ভিক্ষুক মুক্ত। কক্সবাজারের রামুর সোনাইছড়ি খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমিতি তাদের দরিদ্র সদস্যদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সংগৃহীত মূলধন বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগের জন্য ক্ষুদ্রঋণ হিসাবে বিতরণ করছে। এসব ঋণ সমিতির সদস্যরা হাঁস-মুরগী ও গবাদীপশু পালন, পোল্ট্রি ফার্মিং, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও কৃষিতে বিনিয়োগ করছে। ফলে ১ হাজার ৩৭ জন নারী ও ২ হাজার ২৬১ জন পুরুষের আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের পরিমাণ প্রায় ৬ কোটি ৮৩ লাখ টাকা এবং আদায়ের হার শতকরা ৯৫ ভাগ।

'ট্রেনিং অন বেসিক কোয়ালিটি কন্ট্রোল অব ওয়ার্কস' শীর্ষক প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী

নগর উন্নয়নে কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করতে হবে

–প্রধান প্রকৌশলী

উন্নয়ন কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করতে আপোষহীন থাকার দৃঢ় নির্দেশনা দিয়েছেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী। সম্প্রতি এলজিইডি সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত এক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় তিনি বলেন, উন্নয়ন কাজে গুণগতমান নিশ্চিত করার পাশাপাশি সামাজিক ও পরিবেশগত সুরক্ষা অর্জন করা হলে সরকারের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন সহজ হবে। গত ২৪ থেকে ২৬ জানুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত ইউজিআইআইপি-৩ এর আয়োজনে 'ট্রেনিং অন বেসিক কোয়ালিটি কন্ট্রোল অব ওয়ার্কস' শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পভুক্ত ৩১টি পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলীগণের জন্য আয়োজিত এ প্রশিক্ষণে প্রধান প্রকৌশলী সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের কথা উল্লেখ করে টেকসই নগর উন্নয়নে যাবতীয় পূর্ত কাজের গুণগতমান বজায় রাখার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলকে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। কর্মশালায় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন বলেন, কাজের গুণগতমানের ক্ষেত্রে সরকার এখন অনেক বেশি সচেতন। তিনি আরও বলেন, ইউজিআইআইপি-৩ এমন একটি প্রকল্প, যেখানে পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন করার সুযোগ রয়েছে। ভৌত অবকাঠামোসহ যে কোনো উন্নয়নমূলক কাজের গুণগতমান সম্পর্কে আগের তুলনায় অনেক বেশি আন্তরিক থেকে কাজ করার জন্য কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের অনুরোধ করেন। প্রকল্প পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ প্রাক্কলন অনুযায়ী কাজ করা ও সুচারু পরিচালনের মাধ্যমে সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, এমনভাবে নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে যাতে রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কম হয়। মানসম্মত নির্মাণ কাজের জন্য কাজের প্রতি মালিকানাবোধ অর্জন করা ও ভাল কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন। প্রকল্প সমাপ্তির পর উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক কারিগরি অডিট হবে। তাই কাজের গুণগতমান বজায় রেখে টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নের মধ্যদিয়ে দেশকে এগিয়ে নেবার জন্য তিনি অংশগ্রহণকারীদের অনুরোধ করেন।

চুক্তি ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

চুক্তি ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে প্রকৌশলীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এলজিইডির সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি)'র আওতায় জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১৭ সময়ে ৫ ব্যাচে মোট ৩৯৬ জন প্রকৌশলীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রতিটি ব্যাচের প্রশিক্ষণ মেয়াদ ছিল তিনদিন। ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ এলজিইডি সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের উদ্বোধনীপর্বে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী বলেন, এলজিইডির কাজের পরিধি ক্রমেই বাড়ছে। দক্ষতার সঙ্গে আমাদের চুক্তি ব্যবস্থাপনার কাজগুলো করতে হবে। তিনি আরও বলেন, সামাজিক ও পরিবেশগত সুরক্ষা নিশ্চিত করেই আমাদের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। অনুষ্ঠানে এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (আইডাব্লিউআরএম ও প্রশিক্ষণ) মোঃ মহসিন বলেন, এলজিইডি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়টিকে বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশিক্ষণ) মোঃ আব্দুর রশীদ খান বলেন, উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় যেসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে সেগুলোর নিয়ম-নীতি অনুসরণে এ প্রশিক্ষণ সহায়ক হবে।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

আরটিআইপি-২ এর প্রকল্প পরিচালক মোঃ মোস্তফা কামাল বলেন, এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ২৬টি জেলায় গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে কাজ চলছে। একইসঙ্গে প্রকল্প থেকে এলজিইডির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সহায়তা করা হচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন, সুচারুভাবে চুক্তি ব্যবস্থাপনা পরিবীক্ষণ করা গেলে কাজের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাবে। প্রশিক্ষণে দেশের বিভিন্ন জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী ও উপজেলা প্রকৌশলীগণ অংশ নেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এলজিইডি নির্মিত ৫৭৫ মিটার সেতুর নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৫৭৫ মিটার সেতুর নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করছেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ গুরুত্বপূর্ণ ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নবীনগর উপজেলার গোকর্ণা লঞ্চঘাটে তিতাস নদীর ওপর নির্মিত ৫৭৫ মিটার দীর্ঘ সেতুর নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন। এ সেতুতে ২৪টি পায়ার এবং ২৩টি স্প্যান রয়েছে যার মধ্যে ১২ স্প্যানে বক্সগার্ডার এবং ১১টিতে প্রি-স্ট্রেসড কনক্রিট (পিসি) গার্ডার বসানো হয়েছে। ইতিমধ্যে সেতুর শতকরা ৪৫ ভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৭ এর মধ্যে সেতুটির নির্মাণ কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ৩১.৯৬ কোটি ব্যয়ে সেতুটি নির্মিত হচ্ছে। সেতুটি নবীনগর ও বাঞ্ছারামপুর উপজেলাকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদরের সঙ্গে সংযুক্ত করবে, ফলে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরত্ব কমবে। সেতুটি এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পরিদর্শনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, মোঃ জয়নাল আবেদীন ও মীর ইলিয়াস মোরশেদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ডিজাইন) খন্দকার আলী নূর, প্রকল্প পরিচালক নজরুল ইসলাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীসহ সদর দপ্তর ও আঞ্চলিক পর্যায়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

কুষ্টিয়া-হরিপুর সংযোগকারী শেখ রাসেল সেতু উদ্বোধন

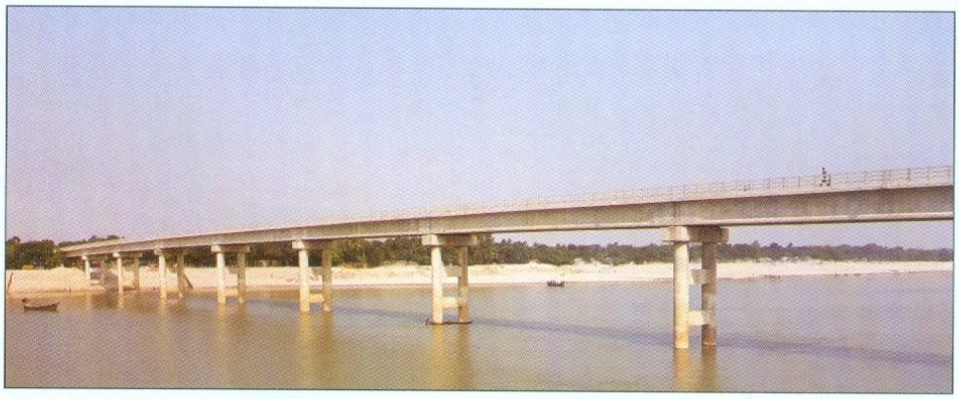

এলজিইডি নির্মিত শেখ রাসেল সেতু

গত ২৪ মার্চ ২০১৭ স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি গড়াই নদীর ওপর নির্মিত শেখ রাসেল সেতু উদ্বোধন করেন। এ সেতু কুষ্টিয়া শহর ও হরিপুরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছে। এলজিইডির জনগুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সেতুটি নির্মিত হয়েছে। ডাবল লেন বিশিষ্ট এ সেতুর দৈর্ঘ্য ৬৮৭.৫৫ মিটার। সেতুটিতে ১৭টি স্প্যান রয়েছে। সেতুর উভয় পাশে পথচারিদের চলাচলের জন্য ফুটপাতের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। সেতুটির নির্মাণ কাজ শুরু হয় ডিসেম্বর ২০১৩ তে এবং শেষ হয় জানুয়ারি ২০১৭ তে। সেতুটি উদ্বোধনের ফলে কুষ্টিয়া শহরের সঙ্গে হরিপুরবাসীর যোগাযোগ সহজতর হলো। সেতুটি এ এলাকার ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখবে।

টেকসই পল্লী সড়ক

এসডিজি'র অধিকাংশ লক্ষ্য বাস্তবায়নে অন্যতম রূপকার

টেকসই পল্লী সড়ককে ২০৩০ এর মধ্যে এসডিজি'র লক্ষ্য অর্জনে অন্যতম সহায়ক শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। টেকসই পল্লী সড়ক এসডিজি'র ৮টি গোল এবং ১৩ টি টার্গেট বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। গত ১৪-১৬ মার্চ ২০১৭ লাওসে অনুষ্ঠিত দশম এশীয় এনভারমেন্টালি সাসটেইনেবল ট্রান্সপোর্ট (ইএসটি) ফোরামে পল্লী সড়কের গুরুত্বের স্বীকৃতি দিয়ে, 'ভিয়েনতিয়েন ডিক্লারেশন অন সাসটেইনেবল রুরাল ট্রান্সপোর্ট টুওয়ার্ডস এ্যাচিভিং দ্য ২০৩০ এজেন্ডা ফর সাসটেইনেবল ট্রান্সপোর্ট' ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, ইউনাইটেড নেশনস ইকোনমিক এন্ড সোশ্যাল কাউন্সিল ফর এশিয়া-প্যাসিফিক (ইউএনএসক্যাপ) এবং ইউনাইটেড নেশনস সেন্টার ফর রিজিওনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএনসিআরডি) যৌথ উদ্যোগে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের জন্য প্রতি বছর ইএসটি ফোরামের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ বছরে দশম সম্মেলনটি লাওসের ভিয়েনতিয়েনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। টেকসই পল্লী সড়কের গুরুত্ব স্বীকার করে এ ঘোষণাপত্রে বলা হয় 'এশিয়ার শতকরা ৪৭ ভাগ জনগোষ্ঠী পল্লী এলাকায় বসবাস করে। পল্লী দারিদ্র্য এসডিজি'র লক্ষ্য অর্জনের পথে একটি বড় অন্তরায়। পল্লী এলাকা মূলত কৃষিপণ্যের উৎপাদন স্থল। পল্লী সড়ক কৃষি পণ্য পরিবহন, বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন, ব্যবসার সুযোগ এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে পল্লী সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তরান্বিত হয়েছে। পল্লী সড়ক সামাজিক সাম্য, জেন্ডার সমতা, মানব উন্নয়ন, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। খাদ্য অপচয় রোধ, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনেও পল্লী সড়ক যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। পল্লী সড়কের এ গুরুত্ব স্বীকার করে এ খাতে আরও বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য সুপারিশ করা হয়। একইসঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ সহনশীল এবং পরিবেশবান্ধব টেকসই পল্লী সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশগুলোর প্রতি আহবান জানানো হয়। বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ে মাননীয় উপমন্ত্রী আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকবের নেতৃত্বে এ ফোরামে সড়ক পরিবহন এবং সেতু বিভাগের অতিরিক্ত সচিব বেলায়েত হোসেন, এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) আবুল মনজুর মোঃ সাদেক এবং সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী নুরুল আলম অংশ নেন।

মঞ্চে সম্মানিত অতিথিবৃন্দের সঙ্গে পুরস্কারপ্রাপ্ত আত্মনির্ভরশীল নারীরা

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৭ পালন

উন্নয়নের মূলধারায় নারী সমাজকে সম্পৃক্ত করতে হবে

– এলজিআরডি ও সমবায় মন্ত্রী

এলজিইডি ৮ মার্চ ২০১৭ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করে। এ উপলক্ষে স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভশীল ১০ জন নারীকে সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করা হয়। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এ বছরের প্রতিপাদ্য ছিল 'নারী-পুরুষ সমতায় উন্নয়নের যাত্রা, বদলে যাবে বিশ্ব কর্মে নতুন মাত্রা'। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এলজিইডি মিলনায়তনে এ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি বলেন, নারী সমাজকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে হবে। দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তিনি জানান, ১৯৯৬ সালে নির্বাচিত হবার পর আওয়ামী লীগ সরকার প্রথমবারের মতো জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করে। এর মূল লক্ষ্য ছিল যুগ যুগ ধরে অবহেলিত ও নির্যাতিত এদেশের নারী সমাজের ভাগ্য উন্নয়ন করা। এ নীতির সুফল আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি। তিনি উল্লেখ করেন, নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার বৈষম্য কমিয়ে আনতে একটি প্রকৌশল সংস্থা হয়েও গত ত্রিশ বছরের বেশি সময় ধরে এলজিইডি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব আবদুল মালেক বলেন, এলজিইডি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে কাজ করছে। তিনি মানুষের জীবনমান উন্নয়নে এবং নারীর অধিকার সমুন্নত রাখতে এলজিইডির ভূমিকার প্রশংসা করেন। এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী বলেন, নারীর ক্ষমতায়নে এলজিইডি কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিবছর এলজিইডি আত্মনির্ভরশীল নারীদের সম্মাননা ও স্বীকৃতি দিয়ে আসছে।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি ১০ জন শ্রেষ্ঠ স্বাবলম্বী নারীকে সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করেন। সেক্টর ভিত্তিক পুরস্কার প্রাপ্ত আত্মনির্ভরশীল নারীরা হচ্ছেন পল্লী উন্নয়ন সেক্টরে প্রথম স্থান অধিকারী শেফালী বেগম, দ্বিতীয় স্থান অধিকারী বিলকিস বেগম এবং তৃতীয় স্থান অর্জনকারী সোনাভান বিবি। নগর উন্নয়ন সেক্টরে প্রথম স্থান অধিকারী আনোয়ারা বেগম, দ্বিতীয় স্থান অধিকারী হালিমা খাতুন, তৃতীয় স্থান অধিকারী ইসলাম খাতুন। পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরে প্রথম স্থান অধিকারী রতিবালা দাস, দ্বিতীয় স্থান অধিকারী রিক্তা খাতুন রিতা এবং তৃতীয় স্থান অধিকারী যৌথভাবে পারুল বেগম ও মাজকুরা বেগম।

দিবস উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে এলজিইডিতে স্থিরচিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে নারীর ক্ষমতায়নে এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্প যেসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে তা তুলে ধরা হয়। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও এলজিইডি জেন্ডার উন্নয়ন ফোরামের সভাপতি মোঃ আবুল কালাম আজাদ। আরো বক্তব্য রাখেন ফোরামের সদস্য সচিব ও উপ-প্রকল্প পরিচালক সৈয়দা আসমা খাতুন। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ এবং এলজিইডির কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ২০১০ সাল থেকে এলজিইডি প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীদের সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করে আসছে। এলজিইডি সমাজের পিছিয়ে পড়া নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে। নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ এবং নেতৃত্ব বিকাশে নানা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। কর্মক্ষেত্রে নারীদের জন্য পৃথক নামাজের স্থান ও পৃথক টয়লেট সুবিধার ব্যবস্থা করেছে। এলজিইডি সদর দপ্তরে স্থাপন করা হয়েছে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র।

২৬ মার্চ ২০১৭ রবিবার, মহান স্বাধীনতা দিবসে রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিসৌধে এবং এলজিইডিতে স্থাপিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারীর নেতৃত্বে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এসময় এলজিইডির সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

উপদেষ্টা : শ্যামা প্রসাদ অধিকারী, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, **সম্পাদক :** মোঃ আবুল কালাম আজাদ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন), এলজিইডি।
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়: আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। ওয়েবসাইট : www.lged.gov.bd